যায়যায়দিন

তারিখ ... 14 JUL 2013
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৩

কুষ্টিয়া সরকারি কলেজে ১০০ আসনে ভর্তি বাণিজ্য

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি

কুষ্টিয়া সরকারি কলেজে ২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষে বাণিজ্য এবং বিজ্ঞান বিভাগে একাদশ শ্রেণিতে ১০০ আসনে ভর্তি নিয়ে অনিয়ম ও বাণিজ্যের অভিযোগ উঠেছে। এছাড়াও ম্যাট্রিক বিভাগে অপেক্ষমান তালিকা করে ভর্তি বাণিজ্য করারও অভিযোগ উঠেছে।

কুষ্টিয়া সরকারি কলেজে ১১ জুলাই ভর্তির সময়সীমা শেষ হয়। এদিন যশোর বোর্ড থেকে বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগে আরো ১০০ আসনে শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ দেয়া হয়। এ সুযোগে ছাত্রলীগ নেতারা ৫০টি এবং এক শিক্ষক নেতা ৫০টি আসনের ফরম পান। তারা টাকা নিয়ে এসব আসনে ভর্তি করান। শনিবার এসব আসনে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়। এ কারণে অপেক্ষমান তালিকার অনেক মেধাবী শিক্ষার্থী বঞ্চিত হয়েছেন। তাছাড়াও ইচ্ছামত সময়ের মধ্যে অপেক্ষমান তালিকা টাঙিয়ে তা বাতিল করে আবার নতুন তালিকা টাঙানো হয়। ভর্তিচ্ছু অনেকেই বিষয়টি বুঝতে পারেননি।

অধ্যক্ষ বদরুদ্দোজা জানান, ভর্তি বাণিজ্য হয়েছে বলে তার জানা নেই। শিক্ষক পরিষদের সাধারণ সম্পাদক হিসাববিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক শামসুল হক জানান, কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রে কোনো অনিয়ম বা ভর্তি বাণিজ্যের কোনো ঘটনা ঘটেনি। যশোর শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আমিরুল আলম খান জানান, কুষ্টিয়া সরকারি কলেজের জন্য আরো ১০-২০টি আসন বৃদ্ধির একটি প্রক্রিয়া চলছে। তবে যে প্রক্রিয়ায় ভর্তি কার্যক্রম চলছে তা তিনি খতিয়ে দেখবেন।